সময় আমার অফিসেই কাজ করে। আমি একজন আই টি ম্যানেজার। মানেজিং কম্পিউটার সিস্টেম, ইলেকট্রনিক ডেটা অপারেশন, মানেজিং আই টি স্টাফ এবং আরও অনেক দায়িত্ব আমার কাঁধে। বছর আটেক আগের কথা। তখন মৈত্রী আমার ঘরে আসেনি। কিছুদিন ধরে আমার সিনিয়র ম্যানেজার আমাকে অনেক বিরক্ত করে চলেছিলেন। নানা কাজের বাহানায় অফিসের পরেও আমায় আটকে রাখছিলেন। তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে আমি বলেছিলাম, 'স্যার আমার একজন পি এ দরকার।' উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন?' আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম, 'আমাকে সাহায্য করার কেও থাকলে কাজের চাপ কম হবে, তাহলে মাথা খালি রেখে আপনাকে সময় দিতে পারবো।' আমি সময়ের নাম প্রস্তাব করেছিলাম। উনি খুশিতে রাজি হয়েছিলেন। সময় আসার পর সে আমায় সব কাজের নোটিফিকেশন দিতে শুরু করল, আর সময়মতো আমার কাজও শেষ হতে থাকলো। আর...আর...? আর সিনিয়র ম্যানেজারের অফিসের পর কাজের বাহানাও রইল না।

প্রথম মাইনের পর সময় বলেছিল, 'চলো, আজ আমরা কোথাও থেকে ঘুরে আসি।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথায়?'

সময় প্রথমে বলেছিল, 'অনেক দূরে যেখানে তুমি এবং আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।' পরে বলেছিল, 'চাঁদে।'

'চাঁদে না ছাদে?' দুষ্টুমি করেছিলাম।

আমার দুষ্টুমি সময়কে আমায় কাতুকুতু দিতে প্ররোচিত করেছিল। আমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে খাট পড়ে গিয়েছিলাম। হাতে চোট পেয়েছিলাম। সময় নিজের কীর্তির জন্য অনুতাপ করেছিল। বলেছিল, 'আজ তোমাকে একটা ট্রেন্ডি ড্রেস কিনে দেবো।'

রাজি হয়েছিলাম। জানতাম এসব ব্যাপারে সে আমার না শুনতে পছন্দ করে না। একটা টাইট্ ফ্রক কিনেছিলাম শপিং মল থেকে। বাড়ি ফিরে সে বলল, 'আমায় পরে দেখাও।' হেসে বললাম, 'তথাস্তু।' পরতে বিশেষ অসুবিধে হল না, কিন্তু খুলতে নাজেহাল। সময়কে ডেকেছিলাম সাহায্যের জন্য। সময় না করল না। আমি দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়েছিলাম। ফ্রক দাঁড়িয়েছিল আমার বুকের উপর, গলার কাছে—না আর ওঠে না আর নামে। সময় এসে কথা নেই বার্তা নেই আমার ব্রা-এর উপর মুখ ঘষে চলেছিল। আমি বিরক্ত হয়েছিলাম, 'তুমি আমাকে একদম ভালবাসো না।'

সে মুখ উঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এটা কি তবে?'

তার উত্তর না দিয়ে বলেছিলাম, 'আমাকে এসব পোশাক পরিয়ো না। ভালো লাগে না।'

সময় আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ফ্রকটা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'তুমি কিন্তু সভ্যতার স্রোতে পিছিয়ে পড়ছো দিয়া।'

অনেকক্ষণ উপরে উঠিয়ে রাখায় ব্যথায় টনটন করতে থাকা হাতদুটোকে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছিলাম, 'কোন অসুবিধে নেই তাতে।'

'জীবনকে উপভোগ করতে পারবে না।'

'আমার জীবন উপভোগের সংজ্ঞা আলাদা,' আমি আমার ভাবধারা সময়ের সামনে তুলে ধরতে অগ্রসর হই। বলতে চাই ওকে যে সে যদি সত্যিই আমার সাথ নেভাতে চায় তাহলে তাকে আমার পছন্দ-অপছন্দের খেয়াল রাখতে হবে।

কিন্তু সময় আমাকে আর এগোতে দেয়নি। বলেছে, 'একা হয়ে যাবে।'

আমি ভেবেছিলাম আমি অনেক বুদ্ধিমতি কিন্তু সময় প্রমান বারবার করেছে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। বারবার আমার সামনে অস্বীকার করার উপায় নেই এমন সব যুক্তি দিয়ে নিজের হুজুককে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিজেকে জেতানোর জন্য শেষপর্যন্ত আমায় ভয় দেখিয়ে সামিল করেছে আধুনিকতার প্রতিযোগিতায়। সে আমাকে মানেনি। আমিই তার কাছে হেরে গেছি, মেনে নিয়েছি, তাকে অসংখ্যবার।

সময় আমাকে একাকীত্বের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করতে চাইলে আমি বলেছিলাম, 'সব লোক ছেড়ে যাক, চলবে। তুমি তো আছো সাথে।'

সে কিচ্ছু না বলে শুধু বিছানায় পড়ে থাকা খোলা ফ্রকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বসে রইলাম ফ্রকেরই জায়গায়। কি এক যন্ত্রণা, এক ভয় অবশ করে দিয়েছিল আমার সমস্ত শরীর।